শারিয়া - ক্যানাডার মুক্তিযুদ্ধ।

কাল ছিল ১১ই সেপ্টেম্বর রোববার, আমার জীবনে অবিস্মরণীয় একটা দিন। এমনই আর একটা দিন এসেছিল, একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর। চৌত্রিশ বছর আগে পরে ওই আর এই, এই দু'টো দিনে শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রীর। চৌত্রিশ বছরের এপারে ওপারে দাঁড়ানো সেই ধূর্ত নিষ্ঠুর প্রবল প্রতিপক্ষ যারা আল্লার নামে মানুষ খুন করেছে। আর তার বিষাক্ত চোখে রক্তচোখ রেখে বলদৃপ্ত দাঁড়ানো ক্ষতবিক্ষত শান্তি-কপোত এই আমি।

কিছুই জানতাম না আমরা। কেউ জানত না লখীন্দরের লোহার বাসরের গোপন ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়েছে কালনাগ, ক্যানাডার ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ''মাল্টি-কালচার'' নীতির সুযোগে ঢুকে পড়েছে ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্র। ক্যানাডার সবচেয়ে জনবহুল ও সমৃদ্ধ প্রদেশ অন্টারিও, তার সবচেয়ে জনবহুল ও সমৃদ্ধ শহর টরন্টেতে প্রতিদিন শত শত ইমিগ্র্যান্ট আসছে, মামলার সংখ্যাও বাড়ছে। রায় দিতে কোর্ট-কাচারীর দেরী হচ্ছে, টাকা-পয়সার টানাটানি তো আছেই। তাই অন্টারিও'র প্রাদেশিক সরকার ১৯৯১ সালে আইন বানিয়েছে, সম্প্রদায়গুলো তাদের নিজস্ব বিধি-বিধান দিয়ে পারিবারিক সমস্যার মীমাংসা করতে পারবে। মীমাংসার মধ্যস্ততা হতে থাকল ঈহুদী-খ্রিষ্টান-ইসমাইলী ও কাদিয়ানীদের গীর্জা-মন্দির-মসজিদে। এর আগে পাকিস্তানের জিয়াউল হকের সময়ে যাদের উস্কানী প্ররোচনায় শারিয়া হয়েছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আইন, তার এক মোড়ল এখানে ইমিগ্রেশন নিয়ে এসে এখানেও শারিয়া চালানোর চেষ্টা করেছিল বহু আগে। সে মারা গেছে, কিন্তু এখনকার ব্যাপারটা ব্যারিষ্টার মুমতাজ আলির হাত দিয়েই শুরু, তিনি ক্যানাডা এসেছেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে।

২০০৩ সালে কিছু উকিল আর মওলানা বেড়াতে গেলেন নূর মসজিদে, পালের গোদা মুমতাজ আলি। তাঁরা গিয়ে দেখলেন ইমাম সাহেব কিছু পরিবারের তালাক-ঝগড়া ইত্যাদির মীমাংসা করার চেষ্টা করছেন। কথায় বলে, স্বর্ণকার আর উকিল নাকি নিজের মা'কেও ছাড়ে না। পালের গোদা ব্যারিষ্টারের মুখ ফস্কে অবধারিত বের হয়ে গেল - ''মাই গড ! এ থেকে তোমরা তো অনেক মালপানি বানাতে পারবে হে !'' **(You can make too much money, man!)**। হা হয়ে গেল ইমাম সাহেবের মুখ, তাঁরা জানেন ইসলামি সমাজসেবায় টাকাপয়সা নিতে কোরাণে মানা আছে। তাঁরা এ-ও জানেন কোনকালে শারিয়া কোর্টে কোন ফিস ছিলনা, কোর্ট ছিল জনগণের জন্য ফ্রী। নূর মসজিদও ফ্রী। কথাগুলো নূর মসজিদের এক কর্ণ্ডার মুবিন শেখের কাছে শোনা।

কিন্তু ডলারের প্রেম বড় প্রেম। তাই মুমতাজ আলিরা আবিষ্কার করলেন এক্ষুনি শারিয়া কোর্ট না বানালে মুসলমানই থাকা যাচ্ছে না। তাই তড়িঘড়ি করে বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে কিচ্ছু না জানিয়ে কিছু পছন্দসই মওলানা আর লোককে নিয়ে ২০০৩ সালে বানালেন ইসলামি কোর্ট দারুল কাদা (দার মানে বাড়ী, কাদা মানে ন্যায়বিচার), সরকারের কাছে আবেদন করলেন ''আর্বিট্রেশন''-এর অধিকার পাবার জন্য। এতদিন মধ্যস্ততা চলছিল কিন্তু তার আইনগত শক্তি নেই, তার রায়ের বিরুদ্ধে ক্যানাডিয়ান কোর্টে আপীল করা যেত। এখন ''আর্বিট্রেশন''-এর অধিকার পেলে এ কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ক্যানাডিয়ান কোর্টে আপীল করা যাবে না। অর্থাৎ তাঁরা স্বায়ত্বশাসিত একটা সমান্তরাল বিচার ব্যবস্থা চালাতে চান। কাদার খবরটা ফাঁস হয়ে সবগুলো খবরের কাগজে প্রচন্ড শব্দে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গল একদিন। চমকে তাকাল ক্যানাডা, চমকে তাকালাম আমি। ক্যানাডায় শারিয়া কোর্ট? বলে কি?? আমি ফতেমোল্লা করি জামাতে পিছলামি, (**JamatePislami.com**), শারিয়ার বিরুদ্ধে করি আমার ইসলামি মুক্তিযুদ্ধ আর শারিয়া এসে খুঁটি গেড়েছে এই আমারই শহরে??

চৌত্রিশ বছরের ধিকি ধিকি আগুন দাবানল হয়ে জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। কোনমতে অফিসটা করলাম শুধু, আর কিছু করলাম না দু'টো বছর এই শারিয়া কোর্টের টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা ছাড়া। ইন্টারনেটে নিবন্ধ লেখা কমতে থাকল। বাগালাম ওদের ব্রসিয়র-টা কোনমতে, কোরাণ-রসুলের প্রতি অতিভক্তি একেবারে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে সেটাতে। একাত্তরের সেই কসাইয়ের জীঘাংসাময় শঠ মুখের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট সে ব্রসিয়রে। এ দানবের চেহারা জানে না মানুষ, কিন্তু আমি তো একাত্তরের সন্তান, আমি তো জানি। আমি তো সেটা জানাবই সবাইকে।

ততদিনে টরন্টোতে হুলুস্থুল বেধে গেছে। শারিয়ার বিরুদ্ধে (১) মুসলিম ক্যানাডিয়ান কংগ্রেস **(MCC)**, (২) ক্যানাডিয়ান কাউন্সিল অফ মুসলিম উইমেন **(CCMW)** আর (৩) ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন এগেইনষ্ট শারিয়া কোর্ট ইন ক্যানাডা, - এই ত্রিমূর্তির আঘাত দিনে দিনে হয়ে উঠল দুর্বার। তিনটাই মুসলমানের নাম, প্রথমটার তারেক ফাতাহ্, দ্বিতিয়টার আলিয়া হগবেন আর তৃতিয়টার হোমা আর্জুমান্দ তিন দিক থেকে শুরু করলেন আক্রমণ, - সরকারের টনক নড়ল। কি ব্যাপার? মুসলিম আইনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের তো খুশী হবার কথা, তা না হয়ে ওরা প্রতিবাদ করছে কেন?

আমি তুচ্ছ মানুষ - কিই বা করতে পারি। মোল্লারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, লম্বা নিবন্ধ লেখে কিন্তু শারিয়ার আইনগুলো কস্মিনকালেও দেখায় না। তাই শারিয়ার আইন উদ্ধৃতি দিয়ে টাইপ করলাম এক পৃষ্ঠার অগ্নিবাণ। তার এক হাজার কপি বানিয়ে আমি, ডঃ হাশমি আর হুসেন গরমের দুপুরে স্রেফ পায়ে হেঁটে ছড়িয়ে দিলাম শহরের কেন্দ্রে ক্যানাডিয়ানদের হাতে হাতে। অনতিবিলম্বে সেটা পৌঁছে গেল মোল্লাদের হাতেও। শারিয়া আইনের উদ্ধৃতি দেখে ক্যানাডিয়ানরা ভির্মি খেল, আর মোল্লারা নগ্ন হবার সম্ভাবনায় ক্ষিপ্ত হল। হুমকি দিয়ে এ-মেইল এল আর ডাক পেলাম তারেক ফাতাহ্-এর, যোগ দিলাম **MCC** -র কেন্দ্রীয় কমিটিতে, শুরু হল আরেক একাত্তর।

CCMW গড়ে তুললেন প্রায় পঞ্চাশটা নারী-সংগঠকের এক দুর্ভেদ্য জোট - ওয়েবসাইটে শারিয়া-কোর্টের ওপরে করলেন আইনগত নিবন্ধের সংকলন আর নিরলস কাজ করলেন সামাজিক-সাংগঠনিক ফ্রন্টে। **MCC** নিরলস আক্রমণ চালাল রাজনীতিকদের মধ্যে। আমার অনেক কাজের প্রধান কাজ হল টেলিভিশনের পর্দায় ইসলামী তত্ত্ব-তথ্যে প্রতিপক্ষকে ক্রমাগত আক্রমণ করা। টেলিভিশনে প্রত্যেক বার প্রতিপক্ষকে আলোচনার ডাকে ওরা কেউ এল না। সমর্থনের প্রচুর ই-মেইল আসতে লাগল, ওদিকে হোমা'র দল হয়ে উঠল এমন প্রচন্ড এক ঘুর্ণিঝড় যার বর্ণনা ভাষায় সম্ভব নয়। চোখের সামনে প্রলয়-নৃত্য দেখলাম আমরা, সমস্ত ক্যানাডা তখন অবাক বিস্ময়ে দেখছে এক একটা মেয়ে যেন অগ্নিগিরির এক একটা বিস্ফোরণ, কার সাধ্য তার সামনে দাঁড়ায়। তারাই তো শারিয়া-বিশেষজ্ঞ, ইরাণে শারিয়ার আগুনে পুড়ে এসেছে তারা। একের পর এক হল কনফারেন্স-সেমিনার, বক্তৃতায় চীৎকার করে চললাম আমরাও - খবরের কাগজের উপায় থাকল না হোমাকে, তারেককে আর আলিয়াকে পাশ কাটিয়ে যাবার। হোমা-র দলই ইউরোপে ছড়িয়ে দিল এ প্রতিরোধ, সেখান থেকে বিভিন্ন সামাজিক আর মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবাদ আসতে থাকল সরকারের কাছে। এই প্রথম বিব্রত বোধ করল সরকার, প্রাক্তন অ্যাটর্নী জেনারেল ম্যারিওন বয়েডকে ভার দিলেন খোঁজ-খবর নিয়ে সরকারকে পরামর্শ দিতে।

এখানেই হল সরকারের একটা মারাত্মক ভুল। এই ম্যারিওন বয়েডই ছিলেন **১৯৯১** সালে অন্টারিও-র অ্যাটর্নী জেনারেল, তিনিই বানিয়েছিলেন এই আইন। তাঁর কাছ থেকে নিরপেক্ষ তদন্ত ও মতামত সম্ভব নয়। এই অমুসলিম মহিলার হাতেই ''আল্লার আইন''-এর ভবিষ্যৎ ঝুলতে থাকল, মোল্লারা সেটা মেনেও নিলেন।

আমরা আর মোল্লারা আলাদা ভাবে চতুর্দিক থেকে আঘাত খাওয়া মৌমাছির মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম বয়েডের

অফিসে। আমি গেলাম বিস্তর কেতাব-পত্র নিয়ে - তাঁকে বোঝাবার প্রাণপন চেষ্টা করলাম। বয়সী মহিলা, গম্ভীর হয়ে সব শুনলেন। মনে হল যেন কাজ হয়েছে। কিন্তু হা হতোস্মি! দীর্ঘ কয়েক মাস পর গত ডিসেম্বরের খ্রীষ্টমাস ছুটির মধ্যে তাঁর পরামর্শ জাতির কাছে আর সরকারের কাছে পেশ করলেন। পরামর্শটা হল, শারিয়ায় কিছু দুর্বলতা আছে বটে কিন্তু তাঁরা সেগুলো প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন, কারো ওপর অত্যাচার হবে না। আমাদের মুখ গেল চুপসে, মোল্লা-সমাজে বয়ে গেল আনন্দের বন্যা।

ততদিনে খবরের কাগজগুলো আর রাজনীতিকদের কব্জায় এনে ফেলেছে মোল্লারা। ওদের অনেক সংগঠন, প্রতি জুমায় খোৎবা দেবার সুযোগ, আর আগাধ পয়সা। এখানকার অনেক মসজিদ হয়েছে সৌদি-পয়সায়, নিমকের কাছে বাঁধা তারা। ঘনঘন দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় রাজনীতিকদের, পুলিশের কর্ণধারদের আর সাংবাদিকদের, আমরা দুরে বসে দেখি আর হাত কামড়াই। আমাদের তো অত পয়সা নেই। দৈনিক টরন্টো ষ্টার-এর সাংবাদিক হারুন হাবিব জিহাদ ঘোষনা করলেন আমাদের বিরুদ্ধে, আমরা নাকি ইসলাম বিদ্বেষী। হারুন আর তার বন্ধুবান্ধবের কলমে সেই পুরোন পচা রেকর্ড বারবার বাজতে থাকল ষ্টার আর অন্যান্য কাগজে, - সেই সাথে মোল্লাদের হৈ চৈ তো আছেই, আমরা একেবারেই কোনঠাসা হয়ে পড়লাম। আমি ওদের ই-মেইল করে আলোচনার প্রস্তাব দিলাম, মিহিসুরে উত্তর এল - শিগগিরই জানাবে। সে শিগগীর আজও আসেনি। এক আল্ আজহারী জামাতি মুবিন শেখকে ধরে টেলিভিশনে আমার সাথে বিতর্কে আনা হল, বিতর্কে তাকে কোনঠাসা করতে পেরে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল।

(মওলানা মুবিন শেখের সাথে আমার চমৎকার বন্ধুত্ব হয়েছে। তার সাথে পরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি শারিয়া-বিতর্কের এক ডি-ভি-ডি রেকর্ড করেছি। লোকটা সৎ, কিন্তু আল্ আজহার বিশ্ব-বিদ্যালয় ওর মাথায় শারিয়াকে আল্লার আইন হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। শারিয়া নিয়ে আমাদের তীব্র মতবিরোধের পরেও আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত পছন্দ করি ও একসাথে পরোটা-মাংস খেতে খেতে আড্ডা দেই। লোকটা বাংলাদেশে গেলে বিপদে পড়বে কারণ তাকে দিয়ে বাংলাভাই-য়ের দ্বৈত ভুমিকার সিনেমা বানানো যায়। ওই রকম গাঁট্টা চেহারা, একই রকম ঘনঘোর গায়ের রং (সে ক্যানাডিয়ান), বুকভরা চাপ দাঁড়ী, আপাদমস্তক আলখাল্লা, আর মাথায় টুপি)।

লম্বা কাহিনী, এর মধ্যে মারিসাস-এর গ্র্যান্ড মুফতি আর তারিক রমাদানের মত ইসলামি বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন আমাদের পক্ষে। ওদিকে মোল্লারাও বসে নেই, তাদের তরফ থেকেও ''বিশেষজ্ঞ''-দের বিবৃতির বন্যা বইতে লাগল। কিন্তু এত বিশেষজ্ঞের মধ্যে কেউই শারিয়ার আইনগুলোর উদ্ধৃতি দিলেন না যা সবচেয়ে বেশী দরকার ছিল। আমাদের পক্ষকে আমি প্রাণপন বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে দলিল-বিহীন ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করলে ওদেরও দলিল-বিহীন মত প্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়। তাতে সিদ্ধান্ত কিছুই হয় না, সবই ত্রিশংকুর মত শুন্যে ঝুলতে থাকে। কিন্তু আমি তো জানি ওই সব দলিলের মধ্যেই ওই দানবের প্রাণ-ভোমরা লুকোন আছে। মোল্লাদের প্রবলতম অ্যামেরিকান সংগঠন কেয়ার (**CAIR**) মত দিল ''শারিয়া'' শব্দটাকে বাদ দিতে কারণ ওরা জানে কত রক্ত আর অশ্রু জড়ানো আছে শব্দটার সাথে। ওদিকে হোমা-র কালবৈশাখী ক্যানাডার গন্ডী ছাড়িয়ে পৌঁছে গেল সারা ইউরোপে - এদিকে টরন্টো'র **CCMW** আর **MCC** তো আছেই।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ওরা কি করে যেন কাগজগুলোকে হাত করে ফেলল, ওদের দাওয়াতের বন্যায় আমাদের রাজনীতিকেরা ঢেকুর তুলে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন শারিয়ার দিকে, একসাথে ছবি উঠতে থাকল খবরের কাগজে, -মোল্লা আর মন্ত্রীদের বত্রিশ দাঁতের হাসিমুখ। আমরা হতাশ হয়েও হাল ছাড়লাম না, বছর গেল। এবার এল মাহেন্দ্রক্ষণ। সপ্তাহ তিনেক আগে ওদের দাওয়াত খাবার পর বিবৃতি দিলেন স্বয়ং ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী পল

মার্টিন ওদের সমর্থন করে। সাথে সাথে আমাদের ত্রিমূর্তি **CCMW, MCC** আর হোমা-র দল যেভাবে বিস্ফোরিত হল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এবারে চাকা একটু একটু করে উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করল। দৈনিক গ্লোব অ্যান্ড মেইল-কে বলে কয়ে জরীপ চালানো হল তিনদিন ধরে, ৮০০০ ভোটের মধ্যে ৯৪% ক্যানাডিয়ান রায় দিলেন শারিয়ার বিপক্ষে। তিনজন বিখ্যাত ক্যানাডিয়ান লেখক বিবৃতি নেয়া হল শারিয়ার বিপক্ষে, - এসব দেশের জবগন আর সরকারের ওপরে এর প্রবল প্রভাব। ওদিকে ক্যানাডিয়ান-ইউরোপিয়ান ৮৭টা (৮৭টা !) সংগঠনের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে গত ৮ই সেপ্টেম্বর টরন্টো, মন্ট্রিয়ল, ভ্যানকুভার, প্যারিস, ডসেলডর্ফ রোম সহ ১২টা জায়গায় ক্যানাডিয়ান পার্লামেন্ট ও দুতাবাসের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল জনতা। তার বেশীর ভাগ কৃতিত্ব হোমা-র দলের। টরন্টো-র পার্লামেন্টের সামনে ক্যানাডিয়ান মহিলারা উচ্চস্বরে ঘোষনা করল - হে প্রধানমন্ত্রী! আমরা মেয়েরা যদি তোমাকে ভোট দিয়ে পার্লামেন্টে পাঠাতে পারি তবে তোমাকে নামিয়েও আনতে পারব।

বুক ধুক ধুক করছে সবার তখন। আমদেরও, মোল্লাদেরও। কি হয়, কি হয়।

তারপর এই রবিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর। সারাদিন ছুটোছুটি করে এসে বিকেলে কম্পিউটার খুলে দেখি, শতাব্দীর সুখবর অপেক্ষা করছে ই-মেইলে। বিকেল ৪:২০ মিনিটে অন্টারিও-র প্রধানমন্ত্রী ডালটন ম্যাকগুইন্টি প্রেসে সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন, সব মানুষ একই আইনের অধীনে থাকবে, কোন ধর্মীয় কোর্ট চলবে না, ১৯৯১-এর সেই আইন বাতিল করা হবে। জোঁকের মুখে নুন আর হুঁকোর পানি দুই'ই পড়েছে তখন, আকস্মিক আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মোল্লারা। গতকাল থেকে ''মুসলমানের চিরশত্রু'' ঈহুদী-খ্রীষ্টানদের কোর্টের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে সরকারের কাছে তদ্বিরের চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। চারদিক থেকে শারিয়ার রাঘব বোয়ালেরা এসে হাজির হয়েছে, **ICNA, ISNA, MAS, CAIR,** মিসরের মোল্লারা আর বিশ্ব-জামাতের মোড়ল পাকিস্তানের জামাত, --বিনা যুদ্ধে সুচ্যগ্র মেদিনী ছাড়ার পাত্র নয় তারা। ওদের সেমিনার কনফারেন্স হচ্ছে প্রতিদিন, সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছে তারা। আমার মনে হয় মামলা ওরা করবেই। এই প্রথম পশ্চিমের আইনে শারিয়া কোর্টের বৈধতার সুযোগ এসেছে, মরণকামড় দেবেই তারা যতদিক দিয়ে সম্ভব। তবে আমরাও জেগে আছি সতর্ক, আমিও তাই চাই, তাহলে আমরাও কোর্টে ডঃ সাচেদিনা, ডঃ আবদুল্লা নাঈম, ডঃ হাশমি, ডঃ ফাদ্‌ল্‌, ডঃ ইত্যাদি এনে বিশ্বের সামনে প্রমাণ করতে পারব বিশ্ব-মানবতার জন্য শারিয়া কি হুমকি। এদিকে ম্যাকগুইন্টি আজও বলেছেন - যত চাপই আসুক সিদ্ধান্ত থেকে টলবেন না তিনি। সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে টরন্টো হয়ে উঠছে এক মারাত্মক নাটকের মঞ্চ, যে নাটক মানবসভ্যতার দিক নির্ধারণ করবে।

বাইরে থেকে বোঝা না যেতে পারে, কিন্তু শারিয়া কোর্টকে পশ্চিমের কোন দেশের আইন বৈধতা দিলে তার প্রভাব অত্যন্ত সুদুর প্রসারী হতে বাধ্য। ক্যানাডার অন্যান্য প্রদেশে মোল্লারা তৈরী হয়ে একেবারে মুখিয়ে ছিল, শারিয়া এ বৈধতা পেলে সাথে সাথে তারা নিজেদের সরকারের ওপরে প্রচন্ড চাপ দিত সেখানেও শারিয়া কোর্টের বৈধতার জন্য। একই পথ ধরত ইউরোপের মোল্লারাও, ক্যানাডার উদাহরণ তাদের শক্তশালী অস্ত্র হত। সাদারা তো জানে না শারিয়া আসলে আইন নয়, ওটা আসলে বিশ্ব-ইসলামী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রময় দুঃস্বপ্ন। যে লোক শারিয়ায় বিশ্বাসী সে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-সংগ্রাম করতে বাধ্য। নূরাণী চেহারায় অতি বিনয়ী অভিনয়ে কোথাও না কোথাও তারা সফল হতই, আর একবার সফল হলে এ আগাছাকে ওপড়ানো অসম্ভব কঠিন হত। সবচেয়ে সর্বনাশা প্রভাব পড়ত মরক্কো থেকে বাংলাদেশ হয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত সব মুসলিম দেশগুলোতে যেখানে ক্রমবর্ধমান মোল্লাতন্ত্রের চাপে প্রগতিশীল শক্তি এমনিতেই ক্ষয়ীষ্ণু। ওসব দেশে মোল্লারা প্রচার করত পশ্চিমের চেয়ে শারিয়া নিশ্চয়ই অনেক ভাল - না হলে কি আর ক্যানাডার মত দেশ শারিয়াকে বৈধ করেছে? এ যুক্তির

সামনে প্রগতিশীল শক্তির প্রচন্ড অসুবিধে হত, এ জাল কাটতে সময় নিত কে জানে কত শতাব্দী। সেদিক দিয়ে আমরা এক মহা বিপদ থেকে বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছে বিশ্ব-সমানবতা।

আমার ইচ্ছে, তারেক-আলিয়া-হোমাকে বুঝিয়ে তিন সংগঠন থেকে শারিয়া কোর্টের বিরুদ্ধে একটা ক্লাশ-স্যুট-এর মামলা করা। মামলার বিষয় হচ্ছে, ওদের ব্রসিয়রে লেখা আছে কোন মুসলমান ওদের কোর্টে না গিয়ে ক্যানাডিয়ান কোর্টে গেলে (এ অধিকার মুসলমানদের আছে) সে মুরতাদ। মুমতাজ আলী-র নিবন্ধে (অন্য জায়গায়) এও লেখা আছে, মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আমি নিশ্চিত, - শারিয়াকে কোনমতে কোর্টে নিয়ে তুলতে পারলে আইনের উদ্ধৃতি আর কেস-হিষ্ট্রি দিয়ে দুনিয়ার মুসলিম-অমুসলিম ও সাধারণ অজ্ঞ জামাতিদের সামনে প্রমাণ করা যাবে শারিয়ার অনেক আইনই (১) কোরাণ-বিরোধী, (২) নারী-বিরোধী, (৩) অমুসলিম-বিরোধী, (৪) মানবাধিকার বিরোধী, (৫) হাস্যকর, (৬) অযৌক্তিক, (৭) অনৈতিক ও (৮) হিংস্র। এ চেষ্টা আমি এখনও করছি, করেই যাব। এ কাজটা যতদিন না করা হবে, ততদিন সমস্যার সমাধান হবে না।

খুবই মোটা দাগে এ নিবন্ধ লিখলাম, অনেক কথা বাদ দিয়েছি লম্বা হবে বলে - এটাকে কেউ যেন দলিল হিসেবে না দেখেন। উথা-পতনের ঘটনা প্রতিদিন ঘটে যাচ্ছে দ্রুত। প্রথম খবরটার সত্যতা টেলিফোনে ঝালাই করে নেবার পর মুহূর্তে বহু বছর পর এইপ্রথম আমার শরীর অবিশ্বাস্য ক্লান্তিতে আর তৃপ্তিতে ভেঙ্গে পড়ল। কত বছর হল ঠিকমত ঘুমাই নি, বিশ্রাম নিই নি। জীবন থেকে বন্ধুরা উধাও হয়েছে, কত বছর তাদের কোন দাওয়াতেই যাই নি, বাসায় একবারও কাউকে দাওয়াত করিনি। কত বছর টেলিভিশন দেখিনি, আড্ডা দেই নি, একটা সিনেমা দেখিনি। পাগলের মত সেই গান-বাজনা-নাটক আর তাস খেলা কত বছর আগে ম্লানমুখে জীবন থেকে চিরবিদায় নিয়েছে, মসজিদ-পন্থী হিজাবি বৌটার দিকে কত বছর ভাল করে তাকানোরও সময় পাইনি শুধু এই মুক্তিযুদ্ধের জন্য। বিশ্ব-মানবের ঘোর শত্রু ইসলামের ছদ্মবেশী এ কালনাগের মাথায় পা' রেখে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিলাম চৌত্রিশ বছর আগে জন্মভুমিকে মুক্ত করে। আজ আবার দাঁড়ালাম চৌত্রিশ বছর পর আমার নুতন দেশ ক্যানাডাকে মুক্ত করে। দুদু'টো মহামুক্তিযুদ্ধের মহাবিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা আমি, - এত বড় গর্ব আমি রাখব কোথায়! আমার জীবন যে চুড়ান্ত সফল হল! আজ আমার বিদ্রোহী রণক্লান্ত হবার অধিকার আছে। তারেক আর হোমাকে ফোন করে দেখি ওদের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। দীর্ঘ দু'টো বছর ধরে উন্মত্ত মহিষের মত যে প্রচন্ড লোকটা আর রণচন্ডী যে মেয়েটা ক্যানাডা-ইউরোপ কাঁপিয়ে দিয়েছে ক্লান্তিহীন, তারা আজ চিঁ চিঁ করছে, ক্লান্তিতে কথাই বলতে পারছে না। আমি জানি, - ওদের ক্লান্তির কারণ হল তৃপ্তি, - মহা তৃপ্তি। এ তৃপ্তি সকলের ভাগ্যে হয়না।

এ অন্ধকার চিরদিন থাকবে না। ''ডাইনি'' পোড়ানো ও সতিদাহ চিরদিন থাকেনি। শতাব্দী-লাঞ্ছিতা অগণিত মা-বোনের অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপের দেনা শোধ করতে হবেই শারিয়াকে। নিজেরই মহাপাপের ভারে সে একদিন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। সে বিবর্তনে বিশ্বের বিবেকবান মানুষরা চেষ্টা করতে থাকুক, আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে চেষ্টা আমি করেছি প্রাণপণ। হিলা-র ওপর আমার নাটক দেখে তিন জামাতি ধন্যবাদ দিয়ে বলেছে শারিয়া আল্লার আইন এ বিশ্বাস তাদের টলে গেছে। এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কত্থক-শিল্পী আমার পুরষ্কার পাওয়া নাটকটা আগ্রহ করে নিয়েছেন নৃত্য-নাট্য বানাতে, দেশের এক পরিচালকও চেয়ে নিয়েছেন টেলি-ফিল্ম বানাতে। ওগুলো দেখবে সাধারণ মানুষ, - দেখে জানবে শারিয়া কি ভয়ংকর। জানলে তাদের আগ্রহ বাড়বে, তারা খুঁজে বের করবে রাজনৈতিক ইসলামের গরল, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বঙ্গোপসাগরে।

সেদিন আমি থাকব না কিন্তু আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে পুন্ড্র-সুম্ম-রাঢ়-গৌড়-হরিকেলের সহজ সরল মানুষগুলোর জন্য।

১৪ই সেপ্টেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)